অ্যানিমেশন মুভির A2Z

লিখেছেন **শেখ সাবিহা আলম**

নেমো হারিয়ে গেছে। বাবা মার্লিন পুত্রশোকে পাগল প্রায়। নেমোর খোঁজে মার্লিন ছুটছে তো ছুটছেই। সমুদ্রের নীল জলরাশি কেটে কেটে, প্রবাল প্রাচীর থেকে অতলান্তে। এদিকে নেমোও বাবার জন্য ছটফট করছে। সিডনির এক দাঁতের ডাক্তারের চৌবাচ্চায় ও আটকা পড়েছে। সবে পালাবার একটা সুযোগ হলো- আর বাবা মার্লিন গিয়ে পড়লেন চৌবাচ্চার একদম কিনারে। এবার?

পরিচালক এন্ড্রু স্ট্যান্টন আর লি আনত্রিক ২০03 সালে চলচ্চিত্র জগতে ঝড় তুলেছিলেন 'ফাইন্ডিং নেমো' নামের এই অ্যানিমেশন ফিল্মটি দিয়ে। কম্পিউটারের সুদক্ষ ব্যবহারে সমুদ্রের তলদেশ হয়ে উঠেছিল একেবারে জীবন্ত। তাই মাছের বাবার পুত্রশোকে কাতর উত্তর আধুনিক যুগের ব্যস্ত মানুষও।

e· Awdm wnU gwf ôtkKô

সম্প্রতি পৃথিবীজুড়ে অ্যানিমেশন ফিল্ম সৃষ্টি করেছে অভাবনীয় উন্মাদনা। গত চার বছরেই এ মাধ্যম থেকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিগুলোর আয় হয়েছে ৩৮০ কোটি মার্কিন ডলার। অথচ ïi"Uv ছিল একেবারে অন্যরকম।

যেভাবে শুরু

সময়টা ১৮৮৪। প্যারিসের একদল ক্ষ্যাপাটে তরুণ ব্যতিক্রমী কোনো মাধ্যমকে জনপ্রিয় করতে উঠে পড়ে লাগলেন। এ দলেরই নিবেদিত প্রাণ কর্মী এমিল কোওল। ভ্যারাইটি শোতে 'কমিক স্ট্রিপ' দেখিয়ে কোনোমতে তার দিন কাটছিল। হঠাৎ যেন 'নিধিরাম সর্দার'কে ভূতে পেল। শখ চাপল ছবি বানানোর। তাও আবার অ্যানিমেশন ফিল্ম। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ১৯০৮-এ তিনি উপস্থিত হলেন ফ্যান্টাসম্যাগোরি নিয়ে। একে একে তৈরি করে ফেললেন 'স্প্যানিশ মুনলাইটের' মতো অনবদ্য কিছু ফিল্ম। কোওল যশ পেলেন, খ্যাতি পেলেন, শুধু পেলেন না স্বাচ্ছন্দ্য। প্যারিসের যে বাড়িটিতে তিনি থাকতেন সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ ছিল না। একদিন স্নো হোয়াইটের প্রিমিয়ার শো দেখতে যাবেন। এমনি সময়ে তার ঘন দাড়িতে মোম থেকে আগুন ধরে গেল। আগুন ছড়িয়ে পড়লো সারা শরীরে- আর দপ করে নিভে গেলেন এই অসামান্য প্রতিভা। এমিল কোওলের সঙ্গে যার নামটি উচ্চারণ না করলেই নয়, তিনি ওহাইও উইনসর ম্যাককে। লিটল নেমো, লুসিতানিয়া, ফায়ারিং হাউজসহ অসংখ্য ছবির এই নির্মাতা রসিকতা করে একবার বলেছিলেন- 'এই যে লক্ষ্মীছাড়াদের দল! একশ' ফুট ফিল্মে কয়েক হাজার ড্রয়িং করতে পারবে তো? তাহলে স্বাগতম, অভিবাদন জানাচ্ছি। নইলে ভাগ্‌ ইঁহাসে!'

পরের গল্প মোটামুটি সবারই জানা। মাত্র ১৯ বছর বয়সে এ জগতে পা দিয়ে ওয়াল্টার ডিজনি খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে যান। তখন ১৯২০ সাল। ১৯২৩ সালে কানসাসে প্রতিষ্ঠা করেন 'লাফ-ও-গ্রাম' (Laugh-O-gram) নামের বিখ্যাত স্টুডিওটি। আর এখান থেকেই একে একে মুক্তি পায় শতাব্দীর জনপ্রিয় সব ছবি।

এরপর অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রিকে আর পেছনে তাকাতে হয়নি। ড্রিমসের প্রযোজনায়, 'দ্য প্রিন্স অব ঈজিপট'; ডিজনী'র 'দ্য লায়ন কিং', পিক্সার ও ডিজনির যৌথ প্রযোজনায় 'শ্রেক', ড্রিমসের 'অ্যান্টজ'সহ আরো অসংখ্য ব্যবসাসফল ছবি অ্যানিমেশন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে

শীর্ষ ১০ অ্যানিমেশন মুভি

১. স্টিমবোট উইলি : মিকি মাউসকে নিয়ে নির্মিত ডিজনির তৃতীয় এ ছবিটি ১৯২৮ সালে মুক্তি পায়। মজার ব্যাপার হলো, এ ছবিটিতে ডিজনি নিজেই মিকিরে কণ্ঠ দিয়েছেন। পরের দু' দশকজুড়ে মিকিকে নিয়ে যত ছবি তৈরি হয়েছে, মূলত স্টিম বোট উইলিকে দিয়েই তার শুরু।

২. ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ট্রিড : ১৯৩২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবিতে প্রথম টেকনিকালার ব্যবহৃত হয়।

৩. উইজার্ড অব ওজ : ক্ল্যাসিকসের আদলে নির্মিত 'ওজের জাদুকর' নামের ডিজনির এ ছবিটি ছিল প্রথম রঙিন অ্যানিমেশন ফিল্ম। সহজ অথচ ভীষণ আনন্দদায়ক এ ফিল্মটি অ্যানিমেশনের ইতিহাসে ঝড় তুলেছিল।

৪. ফ্যান্টাসিয়া : ব্যবসায়িকভাবে অসফল ডিজনির এ ফিল্মটি রঙিন ও সঙ্গীতনির্ভর। ফিল্মটি মুক্তি পাওয়ার বহু বছর পর সমালোচকদের প্রশংসা পেতে সমর্থ হয়।

৫. পিনোকিও : সত্যিকারের মানুষ হওয়ার আশায় ব্যাকুল পিনোকিওকে নিয়ে নির্মিত চিপেটোর এ ছবিটি দর্শকদের ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল।

৬. বাম্বি : ওয়াল্ট ডিজনি নিজে এ ছবিটিকে তার সেরা কাজ বলে মনে করেন। ছবিটি একটি অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীনির্ভর। দাবানলে মাকে হারিয়ে বাম্বি ভীষণ আমুদে এক মুষ্টিযোদ্ধা, লাজুক এক শূকর আর ফুলকে সঙ্গে করে বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। ১৯৪০-এ ছবিটি মুক্তি পায়।

৭. মেরি পপিনস : ওয়াল্টার ডিজনির শেষের দিককার ছবিগুলোর মধ্যে মেরি পপিনস উল্লেখযোগ্য। ১৯৬৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এ ছবিটিতে বাণিজ্যিক ছবির শিল্পীরা কণ্ঠ দিয়েছিলেন।

৮. হু ফ্রেমন রজার র‍্যাবিট : সত্যিকারের অ্যাকশনকে আরো জীবন্ত করে তুলতে স্পিলবার্গ ও ডিজনি স্টুডিও'র প্রচেষ্টা ছিল সত্যিই নান্দনিক। অ্যানিমেশন ফিল্মের ইতিহাসে ছবিটি একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত।

৯. দি বিটলস ইয়েলো সাবমেরিন : ৬০-এর দশকের এ ছবিটি অ্যানিমেশন ফিল্মের জগতে এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে। জর্জ ডানিংয়ের পরিচালনায় ১৯৬৮'তে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির উপজীব্য ছিল আমেরিকার সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আর হাসি-কান্না, অনেক রামধনু, অসংখ্য প্রজাপতি আর ফুলেল জীবনের ইঙ্গিত। ছবিটিতে মোট ১২টি গান রয়েছে। বোদ্ধামহলে আজও ছবিটি সমানভাবে আদৃত।

১০. ফাইনাল ফ্যান্টাসি : দি স্পিরিটস উইদিন : অনেকের মতে অ্যানিমেশনের ক্ল্যাসিকাল যুগের সঙ্গে আজকের কম্পিউটারনির্ভর যুগের সাঁকো এ ছবিটি। বিরাট এক ধূমকেতুর বিস্ফোরণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে অগণিত ভিনগ্রহের বাসিন্দা। মানুষের অস্তিত্ব ক্রমশ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে উঠছে। শেষে এগিয়ে এলেন এক বৈজ্ঞানিক, ভিনগ্রহের দুষ্ট জীবদের গতি থমকে গেল। এই ছবি ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন যুগের সূচনা করে।

সমৃদ্ধ করেছে। গত সপ্তাহে মুক্তি পেয়েছে পিক্সারের রোবটস। অচেনা শহরে আবিষ্কারক হওয়ার নেশায় ছুটছে রোবটরা। কখনো ওরা বড্ড কোমল- মানুষের মতো, আবার প্রয়োজনমতো নিখাদ যন্ত্র। ৮৫ মিনিটের এ ছবিটি এরই মধ্যে চলচ্চিত্র অঙ্গনে সাড়া জাগিয়েছে। এ বছরের ১৫ জুলাই আসছে 'দ্য হিচ হাইকারস গাইড টু গ্যালাক্সি'। ১৪ অক্টোবর মুক্তি পাচ্ছে 'দ্য কার্স অব ওয়্যারেবিটস' এবং মাদাগাস্কার।

যেভাবে তৈরি হয়

অ্যানিমেশন ফিল্মের নির্মাণ নিয়ে কৌতূহলের সীমা নেই। পিক্সারের কর্ণধার এ অনুসন্ধিৎসা মিটিয়েছেন সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে। তার ভাষায় যেকোনো শিল্প নির্মাণের মূলমন্ত্র : সৃজনশীলতা আর একাগ্রতা। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের 'ক্রিয়েটিভ সার্কেল' প্রথমেই তাদের কল্পনার ঝুড়ি নিয়ে বসেন। ছোট্ট একটা গল্পসূত্র থেকে আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে যায় মূল কাহিনীটি। প্রথমে কলাকুশলীরাই কণ্ঠ দেন। আঁকিয়েরা বসে যান ডায়ালগ অনুযায়ী ফিগার আঁকতে। এরপর এডিটিং, কাট-পেস্ট। শেষের কাজটুকু পেশাদার অভিনেতাদের। ওঁরা কণ্ঠ দেন, মিউজিশিয়ান মিউজিকের ব্যাপারটা দেখেন আর ফটোসায়েন্টিস্টরা ডিজিটাল ফ্রেমে রিলটিকে আবদ্ধ করেন। ব্যস! তৈরি হয়ে গেল অ্যানিমেশন মুভি। ইদানীং পিক্সার, ড্রিমওয়ার্ক কিংবা ডিজনি ড্রয়িংয়ের কাজটা পুরোপুরি কম্পিউটারকে ছেড়ে দেবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে নির্মাণ খরচ আগের থেকেও কমে আসবে। সাধারণ মানের একটি বাণিজ্যিক ছবি তৈরিতে যেখানে হলিউডে খরচ পড়ে প্রায় ১৮ কোটি মার্কিন ডলার, সেখানে শ্রেক-এর মতো একটি ব্লকবাস্টার অ্যানিমেশন ছবি তৈরিতে খরচ পড়েছে মাত্র ৬ কোটি মার্কিন ডলার। তার ওপর কম্পিউটারের জুড়ি মেলা ভার। হালের 'ম্যাট্রিক্স'র প্রতিবিম্ব ইমেজটির কথা ভাবুন। ছবিটিতে ৫০টিরও বেশি ত্রিমাত্রিক ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে ছবিটি প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে।

আসছে ত্রিমাত্রিক ছবি পোলার এক্সপ্রেস

প্রযুক্তির কল্যাণে ফাইন্ডিং নেমো'র হয়ে উঠেছিল জীবন্ত

অ্যানিমেশন ফিল্ম কি বিষয় নিয়ে কাজ করে? শুধু রূপকথা? না, সেখানেও পরিধি বেড়েছে, কাজ চলছে অনেক বৃহৎ পরিসরে। কিপিং উইথ দ্য জোনস, ক্রেজি ক্যাটের মতো ক্লে ও পেপার ফিগারকে পেছনে ফেলে পরিকল্পনা প্রণয়নকারীরা নিয়ে আসছেন নিত্যনতুন বিষয়। 'প্রিন্স অব ইজিপ্ট'-এ ঐতিহাসিক ঘটনার এমন উপস্থাপন আমাদের রীতিমতো বিস্মিত করে, যেমন আলোড়িত হই জাপানের অ্যাসট্রোবাই দেখে। ব্রিটেনে তো জর্জ অরওয়েলের অ্যানিমেল ফার্ম নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে, নারী স্বাধীনতা ইস্যুটিও পেছনে পড়ে নেই। অ্যানিমেশন ছবি পাল্লা দিয়ে মূলধারার চলচ্চিত্রের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। কোরিয়া যেন বিষয় নির্বাচনে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। ফুকোর 'মানুষ পৃথিবীর সবচেয়ে সাম্প্রতিক কিন্তু ধ্বংসোন্মুখ সৃষ্টি' এই বক্তব্যকে মাথায় রেখে কোরিয়ান পরিচালকরা নির্মাণ করেছেন 'গ্যারিং'। তিন নারী পরিচালকের 'বিফোর সানরাইজ'-এর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে- ঈশ্বর কি আছেন? যদি সত্যিই থেকে থাকেন তবে তিনি তোমার মাঝেও নেই, আমার মাঝেও নেই। আছেন মাঝখানটিতে, একেবারে স্থির হয়ে।'

অ্যানিমেশন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপ্তি ক্রমশ বাড়ছে। আমেরিকা, জাপানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে কোরিয়া এবং ইংল্যান্ড। আসছে শতকে হয়তো বা অ্যানিমেশন ফিল্মই হবে আমাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম।